দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12-2-MAY 1996
পৃষ্ঠা - ৩ কলাম - ২

95

রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে হাই কোর্টের রুলনিশি জারি

রাজশাহী অফিস ॥ একটি রীট পিটিশনে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত উপ-সচিব (প্রশাসন) মুহম্মদ আফজাল হোসেনের শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক বরখাস্তের আদেশ কেন অবৈধ আইন বহির্ভূত ও তাঁহাকে পুনর্নিয়োগ করা হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

রাজশাহী শিক্ষা

(৩য় পৃঃ পর)

জন্য চেয়ারম্যানের মাধ্যমে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে রুল নিশি জারি করিয়াছেন।

জানা যায়, আফজাল হোসেন এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, ১৯৯০ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান বিনা টেণ্ডারে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের একটি ইন্টারকম সেট, ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ও ৯০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ফটোষ্ট্যাট মেসিন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকায় ক্রয়ের ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হইলে এই ব্যাপারে তাঁহাকে সন্দেহ করা হয়। ইহার পর তাঁহাকে বিপদে ফেলার জন্য ১০টি স্কুলের ১৯৯০ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রবেশ পত্র ইস্যু বন্ধ করিয়া এ সমস্ত স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণকে দিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ লিখাইয়া নেওয়া হয়। এবং তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে জনাব আফজালের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়। এই নোটিশের জবাব দিলে ২২-১-৯২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৪৭তম বোর্ড সভার ২০নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহা গৃহীত হয় এবং তাঁহাকে সকল প্রকার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দিয়া কারিকুলাম অফিসার হিসাবে পদোন্নতি দেওয়া হয় এবং ২৫-৬-৯২ তারিখে উপ-সচিব (প্রশাসন) হিসাবে বদলী করা হয়।

১৯৯২ সালে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব আফজালের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) বিষয়টি তদন্ত করেন এবং তিনি নিষ্পত্তি হইয়া যাওয়া অভিযো "সহজভাবে নেওয়া হইয়াছে" মন্তব্য করিয়া তাহা পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১২-৬-৯৩ তারিখে তাঁহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। ইহার পর প্রায় তিন বৎসর পার হইয়া গেলেও অনেক আবেদন নিবেদন জানানো সত্ত্বেও সাময়িকভাবে বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হন নাই।

পরে জনাব আফজাল বাদী হইয়া রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রীট পিটিশন দায়ের করেন। এ ব্যাপারে বিচারপতি বিমলেন্দু বিকাশ রায় চৌধুরী ও মহামান্য বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল মান্নানকে লইয়া একটি বেঞ্চ গঠন করা হয়। এই বেঞ্চ গত মার্চ মসের ৩১ তারিখে ১৯৯৬ সালের ২১শে এপ্রিলের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের বিরুদ্ধে রুলনিশি জারি করিয়াছে।

জনাব আফজালের পক্ষে যে দুইজন আইনজীবী রহিয়াছেন তাহারা হইলেন এডভোকেট এস, আর, পাল ও বজলুর রহমান ছানা।